



148637 - যদি কেউ খাওয়ার পর কুলি না করে নামাযে দাঁড়িয়ে যায় এতে করে কিতাব নামায সহি হব?

প্রশ্ন

আমার ওয়ু ছিল। আমি কিছু মিস্টান্ন খেয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেছি, মুখ ধৌত করিনি। আমার নামায কি সহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়েছে তার জন্য মুখে যে খাবার ও গন্ধ লগে আছে সটে দূরীভূত করা মুস্তাহাব। এ কারণে নামাযে দাঁড়ানোর সময় মসিওয়াক করার বখান দয়া হয়েছে।

যদি কেউ সটে না করে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; তার নামায সহি।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভেড়ার হাড়ি থেকে গাশত খেতে দেখেছি। এরপর তিনি নামায পড়ছেন; কিন্তু কুলি করেননি এবং পানি স্পর্শ করেননি।” [মুসনাদে আহমাদ (২৫৪১), আলবানী ‘সলিসলি সাহিহ’ গ্রন্থে (৩০২৮) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করেন। এরপর কুলি না করে ও ওয়ু না করে নামায পড়েন। [সুনানে আবু দাউদ (১৯৭), আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

আউনুল মাবুদ গ্রন্থে বলছেন:

“এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, দুধ ও এ জাতীয় অন্য যে সব জিনিসে চর্বি রয়েছে সেগুলো খেয়ে ওয়ু করা জরুরী নয়। বরং এখতয়ারী বিষয়।” [সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

“যখন নামাযের ওয়াক্ত হয় তখন আমার ওয়ু আছে। কিন্তু আমি হয়তো কোন কিছু খেয়েছি, যার অবশিষ্টাংশ আমার দাঁতে লগে আছে। এমতাবস্থায় এগুলো দূর করার জন্য কুলি করা কি আমার উপর আবশ্যিকীয়; নাকি আবশ্যিকীয় নয়?

তিনি জবাব দেন: খাবারের অবশিষ্টাংশ দূর করার জন্য কুলি করা মুস্তাহাব। মুখে খাবারের কোন অংশ অবশিষ্ট থাকলে সটে



নামাযরে হুকুমে কোন প্রভাব ফলেবে না। কিন্তু গ্রহণকৃত খাবারটি যদি হয় উটরে গশেত তাহলে নামাযরে আগে অবশ্যই ওযু করতে হবে। কনেনা উটরে গশেত ওযু ভঙ্গকারী।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (২৯/৫২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।